ব্রি ধান৫৩

সমৃদ্ধির জন্য ধান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৫৩ বাংলাদেশের উপকুলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে ও মাঝারি নিচু অঞ্চলের রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী একটি জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০ সালে এ জাতটি উদ্ভাবন করে এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন পায়।

জাতের বৈশিষ্ট্য

- আগাম ও লবণ সহনশীল জাত।
- পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৬ সেমি।
- চাল মাঝারি চিকন।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২২ গ্রাম।
- চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.৫%।
- চালে এম্যাইলোজের পরিমাণ ২৬%।

ব্রি ধান৫৩

এ জাতের বিশেষ জীবনকাল

বাংলাদেশের উপকুলীয় অঞ্চলে প্রায় ৮.৫ লাখ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন মাত্রায় লবণাক্ততা রয়েছে। লবণাক্ততায় বিশেষ করে উফশী ধানের চাষ বিঘ্নিত হয়। বর্ধনশীল ও প্রজনন পর্যায়ে ব্রি ধান৫৩ ৮-১০ ডিএস/ মিটার অর্থ্যাৎ মধ্যম মাত্রায় লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। এমতাবস্থায় ব্রি ধান৫৩ চাষ করে স্থানীয় জাতের চাইতে অন্তত দ্বিগুণ ফলন পাওয়া যাবে। অন্যান্য অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত নিচু জমিতেও এ জাতটি আবাদযোগ্য।

জীবনকালঃ এ জাতের গড় জীবনকাল ১২৫ দিন।

ফলন ঃ উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টরে ৪.৫ টন থেকে ৫.০ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন জাতের মতই। মাঝারি উঁচু থেকে উঁচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন ঃ** ২০ জুন থেকে ১৫ জুলাই পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ থেকে ৩০ আষাঢ়।

২. **চারার বয়সঃ** ৩০-৪০ দিন।

৩. **রোপণ দুরত্বঃ** ২০ সেমি × ১৫ সেমি

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)ঃ** সারের মাত্রা অন্যান্য উফশী জাতের মতই।

৪.১ ইউরিয়া	ডিএপি	এমওপি	জিপসাম
২৪	৮	১৪	৯

৪.২ জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

*** ডিএপি সার ব্যবহার করলে সববেত্রেই প্রতি কেজিতে ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে**

৫. **রোগ বালাই ও পোকামাকড় দমন ঃ** ব্রি ধান৫৩ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে বালাইনাশক প্রয়োগ করা উচিৎ।

৬. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

৮. **ফসল কাটা ঃ** ১৫ থেকে ৩০ অগ্রহায়ণ পর্যন্ত অর্থাৎ (৩০ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি। ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd